



৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪

শেখ হাসিনার বারতা নারী পুরুষ সমতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গবন্ধব, ঢাকা

২৪ ফাল্গুন ১৪৩০
৮ মার্চ ২০২৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীর প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে এবং নারী-পুরুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি এবং উন্নয়নে বলিষ্ঠ অবস্থান তৈরি করেছেন। নারীর উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- “নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ” যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে নারীদের সমঅধিকার, সমসুযোগ ও সৃষ্টি বিকাশের লক্ষ্যে সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি, কর্মকৌশল হিসাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করেছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, ডিএনএ আইন ২০১৪ এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে মাইলফক হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্ব, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও যথার্থ নীতি বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে অভাবনীয় সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের নারীর সাফল্য আজ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশি নারীদের জয়রথ এগিয়ে যাক দেশের গতি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন



বাণী

প্রতিমন্ত্রী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীর প্রতি আমি ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশের নারীদের জীবন বর্তমানে যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি আশা জাগানিয়া গতিপথের সূচনা করেছে। যে পথের রূপরেখা রেখে গেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য নেতৃত্বে আলোর শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জেভার সংবেদনশীল বিভিন্ন নীতি, কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে। এই অগ্রগতি দেশকে বিশ্বের কাছে এক আশ্চর্য রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যার প্রতিফলন ‘World Economic Forum’ এর জেভার গ্যাপসূচকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকেও দেখা যাচ্ছে। গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারছি যে, ‘জেভার গ্যাপসূচক’ টানা নবম বারের মতো বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে। এমনকি নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ ‘গ্রানিট-৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’, ‘পিস ট্রি’ এজেন্ট অব চেঞ্জ এগোয়ার্ড, ‘সাউথ-সাউথ’ লাইফ টাইম কন্ট্রিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট এর মতো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এ রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। সেই জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট অর্থনীতি। যেখানে সকল নাগরিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে। এ লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে ইতোমধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা এবং শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরিসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ভিশনারি লিডার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশুর অধিকার সুরক্ষা, নারী পুরুষ সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

আজ বিশ্ব নারী দিবসের এই তাৎপর্যময় দিনে ‘জয়িতা অবেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক কার্যক্রমে নির্বাচিত জয়িতাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি আজকের জয়িতা এবং আগামীর সকল জয়িতার কর্মদ্যোগ বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির আলোর শিখা ছড়িয়ে দেবে দেশজুড়ে। সেইসঙ্গে প্রত্যাশা করছি নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য:

“নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ”

এই আলোকে সরকারের পাশাপাশি পরিবার এবং সমাজে নারীর চলার পথকে মসৃণ করতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ নারীর জন্য প্রয়োজ্যক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগের হাত প্রসারিত করতে হবে। নারীর সম অধিকার, সমসুযোগ সমাজের অগ্রগতিকেই ত্বরান্বিত করবে।

‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক’

সিমন হোসেন (রিমি) এমপি

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এদেশের নারী

-কেয়া খান



৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর লড়াই, অর্জন, অগ্রযাত্রার বিশেষ এই দিবসে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী ক্লারা জেটকিন ১৯১০ সালে এই দিনটিকে শ্রমজীবী নারী দিবস হিসেবে ঘোষনা করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করলে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৮ মার্চ বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উদযাপিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অমূল্য অবদানের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। তিনি দুচক্রে বলেন, “যদি কেউ বীরসন্মানের পিতার নাম জিক্সে করে তবে বলে দিও তাদের পিতার নাম শেখ মুজিবুর রহমান, ঠিকানা ধানমন্ডি ৩২ নম্বর।” যুদ্ধ নিপাড়িত নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নারী পুনর্বাসনকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। যা পর্যায়ক্রমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপ লাভ করে। নবী দেশ বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষ সমতার স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতার মহান হুগতি বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সরকারী চাকরীতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতো নারীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা করেন।

এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য:

“নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ

এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।”

সমগ্র বিশ্বে এখন নারী পুরুষের সমতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে বেগবান করতে নারী ও কন্যা শিশুর দায়িত্বটাকে চিহ্নিত করে নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত করার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০৯ সাল থেকে সরকার জেভার বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। নারী প্রগতির অগ্রদূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন, জেভার সমতা ও শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য পঞ্চদশতম জেভার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে জেভার সম্পৃক্ত বরাদ্দের পরিমাণ ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৪৪.৩৭ শতাংশ। এছাড়া জেভার বাজেটে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মোট বাজেটের ৫৮.৪ শতাংশ এবং উপদান, শ্রমজোয়ার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতার অংশগ্রহণ খাতে ৮.২ শতাংশ, বেসরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি খাতে ৩৩.৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার প্রায় ৩৮ শতাংশ যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। সরকারের নারী বান্ধব উদ্যোগের ফলে ২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৩৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭৩ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদ জাতির পিতাকে মাদাম কুরি পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল সভায় তাঁর সম্পর্কে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব রশেচন্দ্র বনেহিহিনেন, “বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার নন, তিনি বিশ্ব বন্ধু।” জাতির পিতার সুযোগ উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জেভার সংবেদনশীল বিভিন্ন নীতি, কৌশল গ্রহণ দেশকে বিশ্ববাসীর কাছে এক আশ্চর্য রোল মডেল হিসেবে পরিচিত করেছে। যার প্রতিফলন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। গ্যারান্টি ইকোনোমিক ফোরামের ‘জেভার গ্যাপ ইনডেক্স’ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার টানা নবমবারের মতো প্রথম স্থান অধিকার করেছে। নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘গ্রানিট-৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’, ‘পিস ট্রি’ এজেন্ট অব চেঞ্জ এগোয়ার্ড ‘সাউথ-সাউথ’ লাইফ টাইম কন্ট্রিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্টসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন।

মুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য ওয়াশিংটন ডিসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যথার্থই ‘এই নারী একটি শক্তির নাম’ শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। কারণ তিনি বিশ্বের একজন জন প্রভাবশালী নেতার একজনই কেবল নন; টানা চতুর্থবার বাংলাদেশকে নেতৃত্বপ্রদানকারী হিসেবে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এ রূপান্তরের দুর্দশী রূপকল্প দেখিয়েছেন; যে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট অর্থনীতি। শুধু তাই নয় ২০৪১ সালের মধ্যে আইসিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ৫০:৫০ করার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী পুরুষ সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। দরিদ্র গ্রামীণ নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ত্রাসকল্পে ভালানারেল উইমেন বেনিফিট (ভিভিওবিউবি) কার্যক্রমের আওতায় প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় গুটিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। মানন সম্পদ উন্নয়নে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি এবং দরিদ্র নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অধিকহারে নারীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১০টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ ও অস্থায়ী আবাসন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় কর্মজীবী মায়াদের সন্তানের সুরক্ষার জন্য রয়েছে শিশু দিব্যদ্র কেন্দ্রও। এছাড়াও রয়েছে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, এপিস প্রকল্প, জীবিকায়ন কর্মসূচি, অল্পা বক্রয় ও প্রদর্শনীকেন্দ্র, নারীর স্বাস্থ্য রক্ষায় সামাজিক সচেতনতা: গজারিয়া শীর্ষক প্রকল্প, প্রোমোটিং রাইটস এন্ড এডভোকেট অব ইউমেন এন্ড গার্লস প্রিন্সেপ্ট জিবিভ শীর্ষক প্রকল্প, ২০ টি শিশু দিব্যদ্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার মহিলা প্রশিক্ষণকেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প, ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালানারেল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিভি) ২য় পর্যায় প্রকল্প, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের ক্ষমতায়িত এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে বিকশিত করতে যেচ্ছাসেবী নিবন্ধিত সমিতি মাসে ১১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা সাধারণ অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে উপকূলীয় নারীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জিসিএ)’ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নারীদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। নারী নির্ঘাতন প্রতিরোধে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) এবং সেল স্থাপন, রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ‘জয়িতা অবেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল নারী সফল হয়েছেন তাঁদেরকে ৫টি ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করে জয়িতা হিসেবে প্রতিবছর সম্মানিত প্রদান করা হচ্ছে।

নারী ও শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬ সময়কালের জন্য মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার আওতায় কর্মজীবী মায়াদের শিশু সন্তানদের জন্য ৬৪টি জেলায় ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন; কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটারি টাওয়াল প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ; কিশোরী ক্ষমতায়নে স্কলগামী ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান; কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ; নারী ও শিশু নির্ঘাতন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প, হাওড় এলাকার সুবিধা বঞ্চিত নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আর্থ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রকল্প, নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পাটজাতপনা বহুমুখীকরণে বিশেষায়িত প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রা আরো ত্বরান্বিত করতে বাল্যবিবাহসহ যে সব পিতৃতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা ডিঙিয়ে পুরো সমাজকে একযোগে এগিয়ে নেতে হবে। নারী উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নারী ও কন্যা শিশু উন্নয়নে বিনিয়োগ কেবল সরকারী পর্যায়ে নয় পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়েও বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবী। কারণ নারীর প্রতি বিনিয়োগ সমাজ উন্নয়নের পূর্ব শর্তই কেবল নয় সামাজিক শান্তি এবং প্রগতিরও ভিত্তি। তাই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বস্তরের নারীদের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিনিয়োগ।

আজকের এই দিনে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমি সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশের সকল নারীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

লেখক : মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ ফাল্গুন ১৪৩০
৮ মার্চ ২০২৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- “নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ” যা অত্যন্ত সময়াপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আজ এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ কর্মযাত্রা আর মজুরী বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী আদায় করেছিল তার অধিকার। নারী তার মেরা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে করেছে সমঅংশীদারীত্ব।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন। তিনি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানঅধিকারের বিয়গতি সংবিধানে নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে প্রতিটি কাজে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষ সমতা অর্জন ও নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ এবং জেভার-রেসপনসিভ অর্থায়নকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ২০৪১ সালের উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ ও আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টেকসই জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও নারীদের স্বাক্ষরীয় করার লক্ষ্যে Vulnerable Women Benefit এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গুণমাত্র চাকুরি নির্ভর না হয়ে প্রতিটি নারী যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। এ লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ তাদের উৎসাহিত পণ্য বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহকর্মে নারীর শ্রম ও অবদানকে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুর অকাল মৃত্যুরোধ, খর্বকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস করে শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, মনোসামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর কল্যাণ ও কর্মজীবী নারীদের সুবিধার্থে তৈরি হয়েছে শিশু দিব্যদ্র কেন্দ্র। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদকসহ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপন করা হয়েছে কিশোর-কিশোরী ক্লাব। জিসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় এলাকায় নারীর জন্য জলবায়ু সিস্থিৎ বিরুদ্ধ জীবিকা এবং সুযোগ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন সেবা প্রাপ্ত অঞ্চলের নারীদের হাতের মুঠোয় এনে দেওয়ার জন্য কাজ করছে তথ্য আপা প্রকল্প। এ সবই সম্ভব হচ্ছে সরকারের নারী বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়নের কারণে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে আমাদের নারীসমাজ। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলালুসহ সকলক্ষেত্রে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলা অদম্য বাংলাদেশের মেয়েরা শত প্রতিকূলতা জয় করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্ব-মহিমায় এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, ইশাা আল্লাহ।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতি বছরের ন্যায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে। নারীর জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান সুযোগ, সম অধিকার এবং বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার বিয়গতি যথাযথ গুরুত্বের সাথে এদিনে স্বগণ করিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীর প্রতি হইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

স্বাধীনতার মহান হুগতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে নারীর সমঅধিকার সমসুযোগ প্রান্তির বিয়গতি নিশ্চিত করেন। নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি সরকারি চাকরীতে ১০ শতাংশ কোটা সরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে নারীর সমঅংশগ্রহণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন, নীতিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রান্তির সুযোগ, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকারের নারী বান্ধব নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের কারণে জেভার বৈষম্য যেমন কমেছে, তেমনি বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের বিকাশমান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। World Economic Forum কর্তৃক প্রকাশিত Gender Gap Index-2023 এ বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে টানা নবমবারের মতো শীর্ষস্থানে অবস্থান করেছে বাংলাদেশ, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এগিভিজ অসীম-৫ অর্জনে এক অভাবনীয় সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন ভাবনায় বড় অংশজুড়ে আছে নারীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাদুশ শ্রেণী পদ্ধতি নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, নারীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Vulnerable Women Benefit Programme (VWB) এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ, কিশোরী মেয়েদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন, নারী ও শিশু নির্ঘাতন প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইনকে যুগোপযোগী করা এবং হেঙ্গলদেশ ১০৯ ও জয় মোবাইল এ্যাপস চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্ঘাতিত নারীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন, ডিএনএ ল্যাব স্থাপন এবং ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্দশী নেতৃত্ব, মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য :

নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ
এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ

প্রতিপাদ্যটি বর্তমান সময়ের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে আপন মহিমায়। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্খল আরোহণ থেকে খেলার মাঠ সর্বত্র দৃশ্যে বেড়াচ্ছেন আজ বাংলাদেশের নারীরা। ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে নারী-পুরুষের অবস্থান হবে বৈষম্যহীন। আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয়বাংলা

নাজমা মোরাকে